গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
ঢাকা

গাড়ীর অনুমিত আয়কর পরিশোধ সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

মোটর কার, জীপ ও মাইক্রোবাস মালিকদের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, এসআরও-১৮৭-আইন/২০০৯, তারিখঃ ০১/০৭/২০০৯ এর মাধ্যমে ১ জুলাই, ২০০৯ তারিখ হতে গাড়ীর অনুমিত আয়ের উপর আয়কর পরিশোধের বিধান চালু করা হয়েছে। গাড়ীর মালিককে সংশিষ্ট মোটর কার, জীপ বা মাইক্রোবাসের রেজিস্ট্রেশনের সময় অথবা ফিটনেস নবায়নের তারিখ উত্তীর্ণ হওয়ার পূর্বে নিম্নোক্ত হারে আয়কর পরিশোধ করতে হবে যা করদাতার নিয়মিত আয়করের সঙ্গে সমন্বয়যোগ্য। উলেখ্য যে, সরকারী, আধা-সরকারী, স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান এবং বিদেশী দূতাবাস ও মিশনের মালিকানাধীন মোটর কার, জীপ বা মাইক্রোবাসের ক্ষেত্রে এরূপ আয়কর পরিশোধ প্রযোজ্য হবে না।

গাড়ীর ধরন		প্রদেয় আয় করের হার (২০০৯-২০১০)	প্রদেয় আয়কর হার (২০১০-২০১১)
(ক)	১৫০০ সিসি পর্যন্ত প্রতিটি মোটর কার এর জন্য	৩,০০০/- টাকা	৮,০০০/-টাকা
(খ)	২০০০ সিসি পর্যন্ত প্রতিটি মোটর কার এর জন্য	৪,০০০/- টাকা	১০,০০০/-টাকা
(গ)	২০০০ সিসি'র উপর প্রতিটি মোটর কার এর জন্য	৭,০০০/- টাকা	১৬,০০০/-টাকা
(ঘ)	২৮০০ সিসি পর্যন্ত প্রতিটি জীপ এর জন্য	৬,০০০/- টাকা	১৪,০০০/-টাকা
(ঙ)	২৮০০ সিসি'র উপরে প্রতিটি জীপ এর জন্য	৮,০০০/- টাকা	১৮,০০০/-টাকা
(চ)	মাইক্রোবাস প্রতিটির জন্য	৩,০০০/- টাকা	৮,০০০/-টাকা

গাড়ীর মালিকগণ কিভাবে উক্ত আয়কর পরিশোধ করবেন ঃ

মোটর কার, জীপ বা মাইক্রোবাসের মালিক যে কর সার্কেলের অধিক্ষেত্রাধীন করদাতা সেই কর সার্কেলের উপকর কমিশনার এর বরাবর ইস্যুকৃত কোন তফসিলী ব্যাংকের ব্যাংক ড্রাফট বা পে-অর্ডারের মাধ্যমে তিনি অনুমিত আয়করের অংক পরিশোধ করবেন।

গাড়ীর মালিকগণ কোথায় এবং কিভাবে ব্যাংক ড্রাফট/পে-অর্ডারটি জমা করবেন ঃ

গাড়ীর মালিক যে সার্কেলের করদাতা সেই সার্কেলেই পে-অর্ডারটি জমা করবেন। তবে করদাতার সুবিধার্থে ঢাকাস্থ এবং চট্রগ্রামস্থ বিআরটিএ কার্যালয়ে আয়কর বিভাগের সেবাকেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। করদাতা ইচ্ছা করলে উক্ত সেবাকেন্দ্রেও ব্যাংক ড্রাফট/পে-অর্ডার জমা করতে পারবেন। বিআরটিএ অফিসে ব্যবহারের জন্য সংশিষ্ট পে-অর্ডারের একটি ফটোকপি করদাতাকে মূল ব্যাংক ড্রাফট/পে-অর্ডারের সংগে দাখিল করতে হবে। ব্যাংক ড্রাফট/পে-অর্ডারে করদাতার নাম ও টিআইএন থাকে না বিধায় ব্যাংক ড্রাফট/পে-অর্ডার দেখে সংশিষ্ট করদাতাকে সনাক্ত করা সম্ভব হয় না। ফলে পরিশোধিত আয়কর করদাতার নথিতে ক্রেডিট প্রদানে অসুবিধা হয়। তাই করদাতাকে ব্যাংক ড্রাফট/পে-অর্ডারের সংগে নিম্ন বর্ণিত একটি তথ্য ফরমও পূরণ করে দাখিল করতে হবে। এখানে উলেখ্য যে, তথ্য ফরমটির ফটোকপিও গ্রহণযোগ্য হবে।

করদাতা ব্যাংক ড্রাফট/পে-অর্ডার সংশিষ্ট কর সার্কেলে জমা করলে সার্কেল কর্মকর্তা এবং সেবাকেন্দ্রে জমা করলে সেবাকেন্দ্রের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মূল পে-অর্ডার/ব্যাংক ড্রাফট রেখে দিয়ে ফটোকপিটি সত্যায়িত করে এবং একই সঙ্গে পূরণকৃত তথ্য ফরমের এক অংশ স্বাক্ষর ও সীল দিয়ে করদাতাকে ফেরত প্রদান করবেন। কর্মকর্তা কর্তৃক স্বাক্ষরিত তথ্য ফরম ও সত্যায়িত পে-অর্ডার/ব্যাংক ড্রাফটের ফটোকপি করদাতা গাড়ীর রেজিস্ট্রেশন/ফিটনেস নবায়নকোলে বিআরটিএ কার্যালয়ে দাখিল করবেন।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
ঢাকা

গাড়ীর জন্য অনুমতি আয়কর পরিশোধের তথ্য ফরম
(অফিস কপি)

গাড়ীর মালিকের নাম	
বর্তমান ঠিকানা	
স্থায়ী ঠিকানা	
টি আই এন	
কর সার্কেল ও কর অঞ্চল	
গাড়ীর নং, ধরন ও অশ্বশক্তির পরিমান (সিসি)	
পরিশোধিত করের পরিমান	
ব্যাংক ড্রাফট/পে-অর্ডার নং ব্যাংকের নাম ও তারিখ	
গাড়ীর মালিক/জমাকারীর স্বাক্ষর তারিখ ঃ	

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
ঢাকা

গাড়ীর জন্য অনুমতি আয়কর পরিশোধের তথ্য ফরম
(করদাতার কপি)

গাড়ীর মালিকের নাম	
বর্তমান ঠিকানা	
স্থায়ী ঠিকানা	
টি আই এন	
কর সার্কেল ও কর অঞ্চল	
গাড়ীর নং, ধরন ও অশ্বশক্তির পরিমান (সিসি)	
পরিশোধিত করের পরিমান	
ব্যাংক ড্রাফট/পে-অর্ডার নং ব্যাংকের নাম ও তারিখ	
গ্রহণকারী কর্মকর্তার স্বাক্ষর ও সীল তারিখ ঃ	

১৩/০১/২০১০ তারিখ অনুষ্ঠিত জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সভায় আলোচনার আলোকে সর্বসম্মতিক্রমে কার, জীপ, মাইক্রোবাস (ভাড়ায় ব্যবহৃত হয় না) এর অনুমিত আয়কর প্রদান ব্যবস্থায় নিম্নরূপ পরিবর্তন আনার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

(ক) ঢাকা ও চট্রগ্রাম রেজিস্ট্রেশনের জন্য,

- ভাড়ায় ব্যবহৃত হয় না এরূপ কার, জীপ ও মাইক্রোবাস এর মালিকগণ গাড়ীর রেজিষ্ট্রেশন গ্রহণ বা ফিটনেস নবায়নকালে এসআরও নং-১৭৮-আইন/২০০৯, তারিখ ১ জুলাই, ২০০৯ অনুযায়ী নির্ধারিত হারে পে-অর্ডার/ডিমান্ড ড্রাফ্‌ট প্রস্তুত করবেন। এক্ষেত্রে গাড়ীর মালিক যে সার্কেলের করদাতা অর্থাৎ টিআইএন সনদ যে সার্কেল কর্তৃক প্রদত্ত সেই সার্কেলের উপকর কমিশনারের অনুকূলে পে-অর্ডার/ডিমান্ড ড্রাফ্‌ট প্রস্তুত করতে হবে।

- গাড়ীর মালিকগণ উক্ত পে-অর্ডার/ডিমান্ড ড্রাফ্‌টের মূল কপির উল্টাপৃষ্ঠে গাড়ীর মালিকের নাম, টিআইএন এবং পুরাতন গাড়ীর ক্ষেত্রে রেজিষ্ট্রেশন নম্বর ও নতুন গাড়ীর ক্ষেত্রে ইঞ্জিন নম্বর লিখবেন। অতপর পে-অর্ডার/ডিমান্ড ড্রাফ্‌টির (উভয় পৃষ্ঠা) ২ (দুই) কপি ফটোকপি করাবেন। এর ফলে গাড়ীর মালিককে পৃথকভাবে তথ্য ফরম পুরণ করতে হবে না।

- অতপর গাড়ীর মালিকগণ পে-অর্ডারের মূল কপি ও উহার দুইটি ফটোকপি এবং দুই কপি টিআইএন সনদসহ গাড়ীর কাগজপত্র বিআরটিএ চত্বরে আয়কর সেবা কেন্দ্রের কর পরিদর্শকদের নিকট উপস্থাপন করবেন। উলেখ্য যে, যেহেতু টিআইএন স্থায়ী ও অপরিবর্তনীয় সেহেতু এক্ষেত্রে টিআইএন সনদ হালনাগাদ হওয়ার প্রয়োজন নেই।

- কর পরিদর্শক তার নিকট রক্ষিত রেজিষ্টারে এন্ট্রিপূর্বক এন্ট্রির ক্রমিক নম্বরটি পে-অর্ডার/ডিমান্ড ড্রাফ্‌টের ফটোকপির উপর লিপিবদ্ধ করে স্বাক্ষর ও সীলসহ গাড়ীর মালিককে ফেরৎ দিবেন।

- গাড়ীর মালিক টিআইএন সার্টিফিকেট এবং কর পরিদর্শক কর্তৃক স্বাক্ষরিত উক্ত পে-অর্ডার/ডিমান্ড ড্রাফ্‌টের ফটোকপিসহ সংশিস্ট সকল কাগজপত্র বিআরটিএ কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিল করবেন। বিআরটিএ কর্তৃপক্ষ কর পরিদর্শক কর্তৃক স্বাক্ষরিত পে-অর্ডার/ডিমান্ড ড্রাফ্‌টের ফটোকপির ভিত্তিতে পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করবেন;

- সেবা কেন্দ্রে সকল কর অঞ্চলের কর পরিদর্শকের পরিবর্তে শুধুমাত্র কেন্দ্রীয় জরীপ অঞ্চলের কর পরিদর্শকগণ কর্মরত থেকে সকল কর অঞ্চলের পে-অর্ডার/ডিমান্ড ড্রাফ্‌টসমূহ গ্রহণ করবেন এবং গৃহীত সকল পে-অর্ডার/ডিমান্ড ড্রাফ্‌টসমূহ দিন শেষে ঐ দিনের এন্ট্রি সম্বলিত রেজিষ্টারের ফটোকপিসহ কেন্দ্রীয় জরীপ অঞ্চলের কর কমিশনারের নিকট প্রেরণ করবেন। কেন্দ্রীয় জরীপ অঞ্চলের কর কমিশনার পে-অর্ডার/ডিমান্ড ড্রাফ্‌টসমূহ সংশিষ্ট সকল কর অঞ্চলে প্রেরণ করবেন।

(খ) ঢাকা ও চট্রগ্রাম ব্যতীত সারা দেশের অন্যান্য স্থানে যথারীতি পূর্বের নিয়মে গাড়ীর মালিকগণ পে-অর্ডার/ডিমান্ড ড্রাফ্‌ট সংশিষ্ট সার্কেলের উপকর কমিশনারের নিকট জমা দিয়ে উপকর কমিশনার কর্তৃক প্রদত্ত প্রাপ্তি স্বীকারপত্র, টিআইএন সার্টিফিকেট এবং পে-অর্ডার/ডিমান্ড ড্রাফ্‌ট এর ফটোকপি বিআরটিএ কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিল করবেন।

(গ) রোড ট্যাক্স এবং ফিটনেস ট্যাক্স এর মতো গাড়ীর অনুমিত আয়কর গ্রহণের বিষয়টিও ডাক-বিভাগের উপর ন্যস্ত করার বিষয়টি পরীক্ষা-নীরিক্ষা করে পরবর্তীতে বিবেচনার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

স্বাক্ষরিত

(আমিনুর রহমান)

সদস্য (আয়কর নীতি)

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড